নদীর ধারে বনভোজন : ক্লাস ৮-৯

(সিডি ১২/এনডি৭এস)

প্রত্যেক বছর শীতের সময় আমার ছোটকা বনভোজনে যাবার হুজুগ তোলে। বনভোজন মানে শীতের একটা ছুটির দিন দেখে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়া এবং কোন একটা জায়গায় গিয়ে রান্না করে পাতায় করে খাওয়া আর খুব মজা করা, খেলাধুলা করা।

এই বছর আমাদের ঠিক হল কোন একটা নদীর ধারে বনভোজন করবো। তাই দাদাই বললেন গাদিয়ারা যাবার কথা। ছোটকা আর দাদাই মিলে সব আয়োজন করে ফেললেন। ৫ই জানুয়ারি ভোরবেলা বাড়ির সামনে বাস এসে দাঁড়াল। আমরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব মিলে ৪২ জন হলাম। বাড়ির সবাই ভোর চারটে থেকে উঠে স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিয়েছি। কারণ বাসটাকে অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে। যারা যাবে তাদের বাড়ির কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে তাদের তুলে নিতে হবে। ছোটকা বাসে সব রান্নার জিনিসপত্তর, বাজার আর আমাদের রান্নার মাসি ও কাজের মাসিকেও তুলে নিলেন। আমরা সব সাজগোজ করে বাসে চেপে পড়লাম। বাচ্চাদের কারো হাতে ক্রিকেটের ব্যাট, বল আবার কারো হাতে ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট। সাড়ে ছটায় বাস ছাড়ল। কাকাই ড্রাইভারকাকুর পাশে বসল। কোথায় কোথায় বাস থামাতে হবে তা বলার জন্য।

সবাইকে তুলে নিয়ে অবশেষে আমরা গাদিয়ারা পৌঁছলাম ঠিক সাড়ে দশটায়। কদিন মেঘলা আকাশের পর আজ বেশ ঝলমলে আকাশ রয়েছে। বাস থেকে নামার সময় আমরা সবাই চিৎকার করে উঠলাম আনন্দে। বাবা একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। আজ বাবাও খুব কথা বলছেন, হাসছেন। আমরা ওখানে পৌঁছে নদীর ধারে ভাল একটা জায়গা দেখে মালপত্তর সব নামালাম। এতক্ষণে একটু ক্ষিদেও পেয়ে গেছিল। ঝট্ করে রান্নামাসি লুচি-আলুরদম বানালেন। সঙ্গে ল্যাংচা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মা, কাকিমারা, বৌদিরা সবাই মিলে পরিবেশন করলেন। আমার খুব ইচ্ছা করছিল পরিবেশন করার জন্য কিন্তু মা আমাকে ধমক দিয়ে খেতে বসিয়ে দিলেন। খাওয়ার পর সকলে মিলে জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। পাশ দিয়েই রূপনারায়ণ নদী বয়ে যাচ্ছে। নানারকম পাখি ডাকছিল। দু-একটা নৌকাও দেখলাম। জামাইবাবু ক্যামেরা নিয়ে গেছিলেন। এছাড়া সবাই মোবাইলে টুকটুক ছবি তুলে যাচ্ছে। আমরা সব যারা সমবয়সি বা ভাইবোনেরা জামাইবাবুর সঙ্গে গিয়ে ছবি তুলছিলাম। হঠাৎ আমার শখ হল জলে পা ডুবিয়ে ছবি তুলবো। যেই না জলে পা দিয়েছি অমনি গলা জলে ডুবে গেলাম। ওখানটায় চোরাবালি ছিল। দাদাই আমাকে ধরে তুললো। ঐ শীতের দিনে একদম ভিজে গেলাম। বাড়ির বড়রা আমাকে ভেজা অবস্থায় দেখে সবাই মিলে বকাবকি শুরু করে দিলেন। শেষে বাবার বন্ধু শম্ভুকাকু সবাইকে বকে চুপ করিয়ে দিলেন। আমার ভেজা জামা আগে ছাড়তে বললেন। আমার কাছে তো আর কোন জামা ছিল না। আমার খুড়তুতো বোন একটা জামা দিল। আমি সেটাই পরলাম।

এরপর আমরা খানিকক্ষণ খেললাম। দাদারা আর কাকুরা মিলে ক্রিকেট খেলছিল। বল হঠাৎ নদীর জলে পড়ে যেতেই খেলা বন্ধ হয়ে গেল। খাবার ডাক পড়ল। দুপুরের খাওয়ায় ছিল ভাত, ডাল,

ঝুরো আলুভাজা, মাছভাজা, মাংস আর চাটনি। খাবার সময় ছোটরা আর মায়েরা সবাই বসে খেলাম। বাবা, কাকুরা, দাদারা পরিবেশন করছিলেন। আবার আমাদের খাওয়ার পর যখন কাকুরা, দাদারা বসলেন তখন মা, কাকিমারা পরিবেশন করে দিলেন। খাওয়া দাওয়া মিটতেই চারটে বেজে গেল। এরপর আবার ছোটকা তাড়া দিয়ে সব জিনিসপত্তর বাসে তুলে দিলেন। যা খাবার বেঁচেছিল সেগুলো ওখানকার কিছু ছোট বাচ্চাদের খাইয়ে দেওয়া হল। আমরা কিছুক্ষণ ওখানে বসে সবাই মিলে গানের লড়াই খেলে কফি খেয়ে বাসে উঠলাম বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে।

সারাদিল আনন্দও যেমন করেছি, জলে পড়ে গিয়ে ভয়ও তেমনি পেয়েছি। এখনও জলে পড়ে যাবার কথাটা ভাবলে ভয়ে বুকটা কেঁপে ওঠে। এর পরে বনভোজনের কথা উঠলেই ছোটকা বলেন, ‘নদীর ধারে আর নয়’।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪